নব্য আহলে কুরআন

কুরআন অবমাননা, রাসূল অবমাননা ও হাদীস অবমাননা
কুরআনের বিকৃতি ও ইসলামী শরীয়ত অস্বীকার

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

মাওলানা ইমরান বিন তাজুল ইসলাম
মাওলানা মাহমুদ বিন ইমরান
মাওলানা ফয়জুল্লাহ মুনির

আমাদের করণীয় ৪৭
হাদীস ও আসারে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও রাকাত-সংখ্যা ৪৯
পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও রাকাত-সংখ্যা সম্পর্কে কিছু হাদীস ও আসার ৫৭
ঈমান-আকীদা বিনষ্টকারী বিভিন্ন চিন্তা ও কথা একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ১১২
এক. কুরআনের অপব্যাখ্যা ১১৫
ক. সূরা বনী ইসরাঈলের ৪৫-৪৬ নম্বর আয়াতের অপব্যাখ্যা ১১৫
খ. কেবলা নিয়ে সংশয় ছড়ানো ১১৮
দুই. কুরআনের আরবী পাঠ জরুরি নয় মনে করা ১২০
তিন. কুরবানীর বিধান নিয়ে উপহাস ১২২
চার. দাড়ি-টুপি নিয়ে উপহাস ১২৩
পাঁচ. مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ হাদীসকে কুরআন বিরোধী আখ্যা দেওয়া ১২৬
ছয়. হাদীস ও হাদীসের কিতাবসমূহের প্রতি অনাস্থা ১২৮
সাত. আহলে কুরআন তথা হাদীস অস্বীকারকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক ১৩০
একটি আয়াতের অপব্যাখ্যা ১৩৪
আট. হ্যানি এটচানের মতো স্পষ্ট কুরআন বিকৃতিকারী ও হাদীস অস্বীকারকারীর অনুসরণ ১৩৯
নয়. কোয়ান্টাম মেথড, কসমিক হিলারস ও সিলভা মেথডের অনুসরণ এবং সেগুলোর প্রচার-প্রসারে অংশগ্রহণ ১৪২
ক. কোয়ান্টাম মেথড ১৪২
ইসলামের বিকৃতি ১৪৫
খ. দ্যা কসমিক হিলারস ফাউন্ডেশন ১৪৭
গ. সিলভা মেথড ১৪৮
প্রশ্নোক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে করণীয় ১৫১
'হেযবুত তওহীদ' : মতবাদ, ভ্রান্তি ও অপকৌশল একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ১৫৩
হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠা ও উৎস ১৫৩
হেযবুত তওহীদের মৌলিক কিছু কুফুরি মতবাদ ১৫৪
এক. সব ধর্মই সত্য এবং যে কোনো ধর্ম পালনে মুক্তি আছে বলে মনে করা ১৫৫

দুই. ইসলামকে বিকৃত আখ্যায়িত করা ১৫৬
তিন. পৃথিবীর সকল মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করা ১৫৮
চার. নামাযসহ ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলোতে বিকৃতি সাধন
ও ইবাদত হওয়ার অস্বীকৃতি ১৫৯
পাঁচ. ইসলামী শরীয়ত ও রাসূলের সুন্নাহ্‌কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ১৫৯
ছয়. বিভিন্ন হারাম বিষয়াদির সমর্থন ও বৈধতা দান করা..... ১৬০
সাত. মু'জেযার দাবি ও আল্লাহ তাআলার ওপর মিথ্যারোপ ১৬১
হেযবুত তওহীদের কিছু অপকৌশল ১৬৩
১. উলামায়ে কেরামের সমালোচনা..... ১৬৩
২. কথার মারপ্যাঁচ ১৬৩
৩. কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা..... ১৬৪
৪. জাল হাদীস..... ১৬৫
৫. ইতিহাসের বিকৃতি..... ১৬৬
শেষ কথা ১৬৭
এক আহলে কুরআন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর..... ১৬৯

'নব্য আহলে কুরআনের'
মূল অপরাধ রাসূল অবমাননা

الحَمْدُ للهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَمَّا بعدُ!

প্রেক্ষাপট

'আহলুল কুরআন' মূলত একটি মর্যাদাপূর্ণ দ্বীনী পরিভাষা। 'নব্য আহলে কুরআনেরা' এটিকে নিজেদের জন্য অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছে। আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِنَّ للهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ.

'নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহ্‌র 'আহ্‌ল। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বিশেষ ব্যক্তি)।'

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন—

يا رسولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তারা কারা?'

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

هُمْ أهلُ القرآنِ، أهلُ اللهِ وخَاصَّتُهُ.

'তারা আহলুল কুরআন— কুরআনওয়ালা। তারাই আল্লাহ্‌র 'আহ্‌ল' এবং তাঁর ঘনিষ্ঠজন।' —মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১২২৭৯; সুনানে কুবরা, নাসায়ী, হাদীস ৭৯৭৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৫

কারা এই কুরআনওয়ালা, যারা আল্লাহ্‌র ঘনিষ্ঠজন?

উত্তর স্পষ্ট, সবচে বড় কুরআনওয়ালা হলেন খোদ রাসূলে

আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর ওপর আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীম নাযিল করেছেন। তাঁকে কুরআন তেলাওয়াত এবং কুরআনের ব্যাখ্যা ও তাফসীর শিখিয়েছেন। তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি যেন মানুষকে কুরআনের তেলাওয়াত শেখান, কুরআনের অর্থ-মর্ম ও বিধি-বিধান শেখান, তাদের সামনে কুরআনী জীবনের বাস্তব নমুনা পেশ করেন, কুরআনে নির্দেশিত ইবাদতসমূহের পদ্ধতি ও পরিপূর্ণ রূপরেখা শেখান এবং তাদেরকে কুরআনী শরীয়ত (যা নবীজীর সুন্নতও বটে) শিক্ষা দেন। ১৪

এরপর মানুষের ওপর ফরয করেছেন, এসব বিষয়ে তারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে, তাঁর অনুসরণ করে এবং তাঁর জীবন থেকে নিজেদের জীবনের আদর্শ গ্রহণ করে। সঙ্গে কুরআনে এই সাক্ষ্যও দিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে কুরআন এবং তাতে নির্দেশিত সিরাতে মুস্তাকীমেরই পথ দেখান। কুরআনী নূরের মাধ্যমেই তিনি মানুষকে ভ্রষ্টতা ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে হেদায়েত ও ইলমের আলোর দিকে নিয়ে যান।

অতএব খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বপ্রথম ও সবচে বড় 'আহলুল কুরআন' বা কুরআনওয়ালা। দ্বিতীয় পর্যায়ের আহলুল কুরআন হলেন সাহাবায়ে কেরাম। সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ তাআলা কুরআনের সর্বপ্রথম তালেবে ইলম হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। তাঁদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে, যাঁর ওপর এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে মানদণ্ড বানিয়েছেন। যেমন কুরআনের প্রতি ঈমান, কুরআনের 'পাঠ' ও তার তেলাওয়াত, কুরআন অনুধাবন, কুরআনের ব্যাখ্যা, কুরআন অনুযায়ী আমল ইত্যাদি। আর এই মহান আমানতের প্রথম বহনকারী ও প্রথম

সাক্ষ্যদানকারী বানিয়েছেন সাহাবায়ে কেরামকে। পরবর্তীদেরকে কুরআন হাসিলের ক্ষেত্রে তাঁদের মুখাপেক্ষী বানিয়েছেন। এজন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত ও শিক্ষা ছেড়ে কুরআনের প্রতি ঈমান আনাই অসম্ভব।

আর সাহাবায়ে কেরামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কুরআনী যিন্দেগীর ওপর রেখে গিয়েছেন সেটাই 'সাবীলুল মুমিনীন'– মুমিনদের পথ। মুমিনদের পথ থেকে বিমুখ হওয়া আল্লাহ তাআলার কাছে এমন অপরাধ, যেমন অপরাধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করা। এই দুই অপরাধের একই শাস্তি আর সেটা হল জাহান্নাম।

'আহলে কুরআন' নামধারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে– নাউযুবিল্লাহ–ডাকপিয়নের মতো মনে করে। ডাকপিয়ন পত্র পৌঁছে দিলেই তার কাজ শেষ। তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্‌র কাজটিও যেন এমনই। অর্থাৎ রাসূলের দায়িত্ব ছিল শুধু কুরআন পৌঁছে দেওয়া। তিনি পৌঁছে দিয়েছেন; ব্যস, তাঁর কাজ শেষ। এখন কুরআন বোঝা, সে অনুযায়ী কুরআনী ও ঈমানী জীবনের রূপরেখা তৈরি করা, তা থেকে আল্লাহ্‌র নির্দেশনাবলি ও বিধানাবলি উদ্‌ঘাটন করা, তাতে ফরযকৃত ইবাদতসমূহ আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ করা–এসব কাজ আমাদের। নাউযুবিল্লাহ!

অতএব নব্য আহলে কুরআনের পরিচয় হল, তারা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ্‌র চাইতে অধিক কুরআন অনুধাবনকারী ও অনুসরণকারী এবং কুরআনওয়ালা মনে করে। শুধু এটুকু নয়; তারা যেন এটাও বলতে চায়, 'শুধু আমরাই কুরআন বুঝি এবং কুরআন মানি।' সেজন্য তাদের স্লোগান হল, 'রাসূলের হাদীস, সুন্নত, সীরাত নয়, মানব শুধু কুরআন'। স্পষ্ট, এটা রাসূলের প্রতি চরম অবমননা।

এধরনের অবমাননার অর্থ হল, তাদের না আছে রাসূলের প্রতি ঈমান ও নির্ভরতা, না আছে কুরআনের প্রতি ঈমান। এর

অনিবার্য ফল হল, আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের কুরআন মানাই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কুরআনের প্রতি ঈমান ও কুরআন অনুযায়ী আমলের যে পন্থা ও মাপকাঠি আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেটার প্রতি তাদের আস্থা নেই। তাদের আস্থা শুধু নিজেদের বুঝ ও পছন্দের প্রতি।

এই নব্য আহলে কুরআনের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রথম শতাব্দীতে যে মুনাফেকরা ছিল, তারা কখনো কখনো প্রশ্ন ওঠাত, এই হাদীস কুরআনের কোথায় আছে? যাদের ঈমান ও ইলম তখনো পরিপক্ব হয়ে ওঠেনি, হয়ত তাদের কেউ কেউ সে প্রশ্ন কোনো সাহাবী বা কোনো তাবেয়ীর সামনে রাখত। তখন তাঁরা তাদের সংশয় কীভাবে দূর করতেন সেটাও ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে।

আমরা কম মানুষই হয়ত জানি, নব্য আহলে কুরআনের এসব কুফুরি চিন্তা-ধারার প্রচার-প্রসার এখন আমাদের দেশে, এমনকি আমাদের রাজধানীতেই চলছে। প্রয়োজন সতর্কতা ও বিচক্ষণতা। মুমিনের জন্য ঈমান সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই সম্পদ হেফাজত করা ফরয। সর্তক থাকতে হবে, কখন কে এই সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চলে আসে।

এই প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা ও কল্যাণকামিতার ভিত্তিতেই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি প্রস্তুত হয়েছে। অধমের কথাগুলোকে প্রবন্ধের রূপ দিয়েছেন মৌলভী মাহমুদ বিন ইমরান। আল্লাহ তাআলা তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং তার এই মেহনতকে কবুল করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন এবং এ থেকে পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
২৭ সফর ১৪৪২ হি.